ভূমিকম্পে কাঁপল রাজধানীসহ দেশের বিভিন্ন স্থান

রাজধানী ঢাকা ও আশপাশের জেলাসহ দেশের বিভিন্ন স্থানে মাঝারি মাত্রার ভূমিকম্প অনুভূত হয়েছে। রবিবার (৭ জুন) রাত ১১টা ৩৬ মিনিটে এই ভূকম্পন অনুভূত হয়।
মার্কিন ভূতাত্ত্বিক জরিপ সংস্থা (ইউএসজিএস) বা অ্যান্ড্রয়েড আর্থকোয়েক অ্যালার্ট সিস্টেমের প্রাথমিক তথ্যমতে, রিখটার স্কেলে এই ভূমিকম্পের মাত্রা ছিল ৫.৭। এর উৎপত্তিস্থল ছিল ভুটানের পুনাখা শহর থেকে মাত্র ৭ কিলোমিটার দূরে, ভূপৃষ্ঠের গভীরে। ভুটানে ভূমিকম্পটির মূল কেন্দ্রবিন্দু হলেও এর প্রভাবে দক্ষিণ এশিয়ার পাঁচ দেশ কেঁপে উঠেছে। দেশগুলো হলো— বাংলাদেশ, ভুটান, ভারত, নেপাল এবং চীন।
এদিকে রাজধানীতে ঝাঁকুনি অনুভূত হলে বহুতল ভবনের বাসিন্দাদের মধ্যে আতঙ্ক ছড়িয়ে। অনেকে আতঙ্কে বাসা থেকে বের হয়ে যান। তবে তাৎক্ষণিকভাবে দেশের কোথাও কোনো ক্ষয়ক্ষতি বা হতাহতের খবর পাওয়া যায়নি।

সূত্র: কালের কণ্ঠ

দেশে ফের বাড়ল পেট্রল-অকটেন-কেরোসিনের দাম, ডিজেল আগের দামেই

ভোক্তাপর্যায়ে জ্বালানি তেলের দাম ফের বাড়িয়েছে সরকার। জুন মাসের জন্য পেট্রোল-অকটেন ও কেরোসিনের দাম লিটারপ্রতি ৫ টাকা বাড়ানো হয়েছে।

রোববার (৩১ মে) এক বার্তায় এ তথ্য জানিয়েছে বিদ্যুৎ জ্বালানি ও খনিজসম্পদ মন্ত্রণালয়।

বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, বিশ্ববাজারে জ্বালানি তেলের মূল্য হ্রাস/বৃদ্ধির সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে দেশে ভোক্তাপর্যায়ে বিক্রয়মূল্য ডিজেল ১১৫ টাকা, অকটেন ১৪৫ টাকা, পেট্রোল ১৪০ টাকা এবং কেরোসিন ১৩৫ টাকায় পুনর্নির্ধারণ করা হলো। যা আগামীকাল (১ জুন) থেকে কার্যকর হবে।

তবে প্রতি লিটার ডিজেলের দাম ১১৫ টাকায় অপরিবর্তিত রাখা হয়েছে। ফলে অকটেন, পেট্রল ও কেরোসিনের দাম লিটারে বেড়েছে ৫টাকা।

এর আগে, গত ৩০ এপ্রিলে মন্ত্রণালয়ের প্রকাশিত বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী, মে মাসে প্রতি লিটার ডিজেলের দাম ১১৫ টাকা, অকটেনের দাম ১৪০ টাকা, পেট্রোলের দাম ১৩৫ টাকা ও কেরোসিনের দাম ১৩০ টাকা ছিল।

এছাড়া, গত ১৮ এপ্রিল দেশে সব ধরনের জ্বালানি তেলের দাম বৃদ্ধি করে সরকার। সাধারণত প্রতি মাসে আন্তর্জাতিক বাজারের সঙ্গে সমন্বয় করে দেশের বাজারে জ্বালানি তেলের মূল্য নির্ধারণ করা হয়।

সূত্র: দৈনিক ইত্তেফাক

এ দেশে আবারও নতুন করে কোন স্বৈরাচার তৈরীর পটভূমি তৈরি হতে দেব না

ডাক, টেলিযোগাযোগ ও তথ্যপ্রযুক্তি মন্ত্রণালয়, প্রধান উপদেষ্টার বিশেষ সহকারী ফয়েজ আহমদ তৈয়্যব বলেছেন, আজকে আমরা দায় ও দরদের রাজনীতি নিয়ে আপনাদের সামনে হাজির হয়েছি। এই দায় হচ্ছে আমাদের এমন একটি নতুন পথের দিশা জাতিকে দিতে হবে যেখানে আর কখনো আমাদের দেশে নতুন কোন স্বৈরাচার তৈরীর পটভূমি তৈরি হতে দেব না।

যেহেতু আমাদের রাজনীতিকে জবাবদিহিতার রাজনীতি করতে হবে আমাদের সকল প্রতিষ্ঠানগুলোকে জবাবদিহিতা মূলক করতে হবে সরকারকে

জবাবদিহিতা করতে হবে যার জন্য আমাদের ম্যানিফেস্ট দরকার যে ম্যানিফেস্ট সাধারণ মানুষের ম্যানিফেস্ট। সেজন্য আমাদের প্রধান উপদেষ্টা দীর্ঘ বক্তৃতার মাধ্যমে বুঝিয়েছেন বলেছেন কেন গণভোট দরকার।

তিনি আরো বলেন, গণভোট বিশ্বের যেসব দেশে স্থিতিশীলতা আছে জবাবদিহিতা আছে গণতন্ত্র আছে সেসব দেশে আমরা দেখেছি রেফারেনডম এর মাধ্যমে সংবিধান তৈরি করা হয় পরিবর্তন করা হয়। বাংলাদেশের ১৯৭১ সালের সংবিধানের কোন রেফারেনডম নাই আবার অন্যদিকে সংবিধানের জন্য গণপরিষদ করা হয়। এই গণপরিষদের বিতর্কে ১৯৭২ সালে এই বিষয়গুলো আলোচনায় এসেছিল ক্ষমতার ভারসাম্য ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ এবং প্রতিষ্ঠানের জবাবদিহিতা এ তিনটি বিষয় সেখানে ওভারকাম করা হয়েছিল।

আজ শুক্রবারে বেলা সাড়ে ৩টায় ড. শহীদ শামসুজ্জোহা পার্কে অনুষ্ঠিত উদ্বুদ্ধকরণ সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে ডাক, টেলিযোগাযোগ ও তথ্যপ্রযুক্তি মন্ত্রণালয়, প্রধান উপদেষ্টার বিশেষ সহকারী ফয়েজ আহমদ তৈয়্যব এসকল কথা বলেন।

তিনি আরোও বলেন, আমরা দেখেছি ব্যক্তি প্রধানমন্ত্রী এত ক্ষমতায়িত যে ব্যক্তি প্রধানমন্ত্রী সংসদের নেতা ব্যক্তি প্রধানমন্ত্রী কেবিনেটের মন্ত্রিপরিষদের নেতা ব্যক্তি প্রধানমন্ত্রী কার্যত আদালতের নেতা। ফলে ব্যক্তির প্রধানমন্ত্রীর যে ইচ্ছা সেই ইচ্ছাই সবকিছু । এখানে দুর্নীতি দমন কমিশন কাজ করতে পারেনা বাংলাদেশ পুলিশ কাজ করতে পারে না এখানে বিচারালয় কাজ করতে পারে না । ফলে আমরা দেখে এ রাষ্ট্র অকার্যকর রাষ্ট্র হিসেবে পরিণত হয়েছে আর অকার্যকর রাষ্ট্র তার ক্ষমতার অপব্যবহার করার জন্য সাংস্কৃতিক একটা ফ্যাসিবাদ চালু করে দেয় ফলে একদিকে বিরামহীন ক্ষমতা অপরদিকে সাংস্কৃতিক আধিপত্যবাদ এই দুইয়ের সদস্যে আমরা দেখেছি আমাদের প্রধানমন্ত্রী গুলো পরপর স্বৈরাচার হয়ে উঠেছে এবং এই স্বৈরাচারের ফলে আমাদের এখানে গুম খুন হয়েছে এবং বিচার বহিরভূত হত্যার মহামরি হয়েছে প্রধানমন্ত্রী চাইলেই যে কাউকে যখন তখন হত্তার নির্দেশ দিতে পারে রাষ্ট্রপতি চাইলেই ফাঁসির দন্ডপ্রাপ্ত আসামীকে মুক্ত করে দিতে পারে। রাষ্ট্রপতি চাইলেই যা ইচ্ছা তাই করতে পারে প্রধানমন্ত্রী চাইলেই যা ইচ্ছা তাই করতে পারি ফলে রাষ্ট্র কোন ভাবে কাজ করছে না।

মেহেরপুর জেলা প্রশাসক ড. সৈয়দ এনামুল কবিরের সভাপতিত্বে

মতবিনিময় সভায় বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন প্রধান উপদেষ্টার বিশেষ সহকারী (ঐকমত্য) মনির হায়দার, মেহেরপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ড. শেখ বখতিয়ার উদ্দিন, পুলিশ সুপার উজ্জ্বল কুমার রায়, মেহেরপুর সরকারি কলেজের অধ্যক্ষ ড. এ.কে.এম নজরুল কবির ও নির্বাচন অফিসার মো: এনামুল হক।

এছাড়াও সদর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা খাইরুল ইসলাম, জেলা তথ্য অফিসার আব্দুল্লাহ আল মামুন, ইসলামিক ফাউন্ডেশনের উপপরিচালক এ জে এম সিরাজুম মুনীর প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

দেশের চাবি আপনার হাতে’ স্লোগানে দামুড়হুদায় ভোটের গাড়ির প্রচারণা

দেশের চাবি আপনার হাতে’ এই স্লোগানকে সামনে রেখে আসন্ন গণভোট ও জাতীয় সংসদ নির্বাচন উপলক্ষে প্রচারণা চালাতে দামুড়হুদায় পৌঁছেছে সরকারি ‘ভোটের গাড়ি’। আজ মঙ্গলবার সকাল ১০টায় দামুড়হুদা বাসস্ট্যান্ড সংলগ্ন নূরনবী মার্কেটের সামনে সরকারি ভোটের গাড়ির মাধ্যমে প্রামাণ্য চলচ্চিত্র প্রদর্শনীর মধ্য দিয়ে এ প্রচারণা কার্যক্রম শুরু হয়।

সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে ‘সুপার কারাভান’ নামে ১০টি গাড়ির বহর নিয়ে গত ২২ ডিসেম্বর এ কর্মসূচির যাত্রা শুরু হয়। তীব্র শীত উপেক্ষা করেও বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার মানুষ ভোটের গাড়ি’র কার্যক্রম ও প্রদর্শিত প্রামাণ্য চলচ্চিত্র উপভোগ করেন।

ভোটের গাড়ি’র প্রচারণা কার্যক্রমের উদ্বোধন করেন দামুড়হুদা উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা মো: উবায়দুর রহমান সাহেল। এ সময় উপস্থিত ছিলেন দামুড়হুদা মডেল থানার অফিসার ইনচার্জ শেখ মেসবাহ্ উদ্দিন, উপজেলা পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা ডা. মশিউর রহমান, উপজেলা বিএনপির সভাপতি মনিরুজ্জামান মনির, উপজেলা সমাজসেবা

কর্মকর্তা তোফাজ্জল হক, উপজেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা নিলীমা আক্তার হ্যাপি, দামুড়হুদা প্রেসক্লাব সভাপতি শামসুজ্জোহা পলাশ, ট্যাগ অফিসার আতিকুর রহমান, দামুড়হুদা মডেল মসজিদের ইমাম হাফেজ মাওঃ মামুনুর রশীদসহ উপজেলার বিভিন্ন সরকারি, বেসরকারি দপ্তরের কর্মকর্তা-কর্মচারী ও সাধারণ ভোটাররা।

ভোটের গাড়ি’র মাধ্যমে প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূসের বক্তব্য ছাড়াও জুলাই গণ-অভ্যুত্থান, জুলাই যোদ্ধা, আবরার ফাহাদ হত্যা, ফেলানী হত্যাকাণ্ড, প্রবাসীদের ভোটাধিকার, গণভোটের মাধ্যমে রাষ্ট্রীয় সংস্কারসহ বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে প্রামাণ্য চলচ্চিত্র প্রদর্শন করা হয়।

ভোটের গাড়ি প্রচারণায় দামুড়হুদা উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা মোঃ উবায়দুর রহমান সাহেল বলেন, বিগত সংসদ নির্বাচনে সাধারণ মানুষ স্বতঃস্ফূর্তভাবে ভোটাধিকার প্রয়োগ করতে পারেনি। কিন্তু এবারের নির্বাচনে আপনারা আপনাদের ভোটাধিকার প্রয়োগ করবেন এবং গণভোটে মতামত দেবেন। আপনারা যদি সংস্কারের পক্ষে থাকেন, যদি নতুন বাংলাদেশের পক্ষে থাকেন, তাহলে ‘হ্যাঁ’ ভোট দেবেন। আর যদি মনে করেন সংস্কারের প্রয়োজন নেই, তাহলে ‘না’ ভোট প্রয়োগ করবেন।

দেশ পিছিয়ে গেলে এই দায়ভার আমাদের

আমরা ঋণের ফাঁদে পড়ে যাচ্ছি। এই ঋণের ফাঁদ, দুর্নীতি এইসব মিলিয়ে দেশ কিভাবে এগোবে? এখন এগুলো থেকে বেরিয়ে আসার আমাদের পথ খুঁজতে হবে। আমরা যারা সরকারি কর্মকর্তারা আছি, আমাদের বিবেককে প্রশ্ন করার দরকার, মানুষের সেবা করা আমাদের মৌলিক ও নৈতিক দায়িত্ব। আমরা এই দায়িত্ব পালনে যদি সততার পরিচয় না দিতে পারি, তাহলে আমরা এগিয়ে যেতে পারবো না। এবং এই দেশ পিছিয়ে গেলে এর সম্পূর্ণ দায়ভার আমাদের উপর পড়তে হবে। আমাদের শপথ গ্রহণ করতে হবে যে আমরা এ দেশকে ভালবাসি, এ দেশের মানুষের জন্য, এ দেশের জন্য নিজেদেরকে দুর্নীতি থেকে মুক্ত রাখবো।

আজ মঙ্গলবার সকালে “দুর্নীতির বিরুদ্ধে তারুণ্যের একতা: গড়বে আগামীর শুদ্ধতা” এই প্রতিপাদ্যে জেলা শিল্পকলাই আয়োজিত দুর্নীতি দমন ও প্রতিরোধে করণীয় শীর্ষক আলোচনা সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে এ সকল কথা বলেন জেলা প্রশাসক ডঃ সৈয়দ এনামুল কবীর। তিনি আরো বলেন, তারুণ্যের উপরে চাপিয়ে দিয়ে আমরা সব সময় নিজেদের দূরে দেখার চেষ্টা করি। তারুণ্য আসবে সামনে, আমরা তো এখন পদ-চেয়ারে বসে আছি। সুতরাং, আমরা যারা দায়িত্ব পালন করছি তাদের উচিত এই দেশকে দুর্নীতিমুক্ত করা।

দুর্নীতির যে ধারণাটি রয়েছে সেটা মূলত ঘুষ নেওয়াকে বোঝায়। এটা ছাড়াও কিন্তু স্বজনপ্রীতিও আছে। স্বজনপ্রীতি বলতে আমার এলাকার মানুষ, আমার আত্মীয়স্বজন বা বন্ধুবান্ধবকে সাহায্য করা আইন-কানুনের বাইরে গিয়ে।

আসলে আমরা যদি এই বিষয়গুলোতেই আবদ্ধ না হই, তাহলে আলোচনা সভা হবে, দিবস পালন হবে, আমাদের এখানে এসে জড়ো হওয়া হবে, সময় নষ্ট হবে কিন্তু আমরা এগোতে পারবো না।

আমাদের সকলকেই শপথবদ্ধ হওয়া উচিত যে আমরা দুর্নীতি বন্ধ করে দেব।

মেহেরপুর জেলা দুর্নীতি প্রতিরোধ কমিটির সাধারণ সম্পাদক মুহঃ মোশাররফ হোসেনের সভাপতিত্বে আলোচনা সভায় বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পুলিশ সুপার উজ্জ্বল কুমার রায়, সদর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) মোঃ খাইরুল ইসলাম ও কুষ্টিয়া সমন্বিত জেলা কার্যালয় দুর্নীতি দমন কমিশনের সহকারী পরিচালক মোঃ বুলবুল আহমেদ।

এর আগে, ২৩তম আন্তর্জাতিক দুর্নীতিবিরোধী দিবস উদযাপন উপলক্ষে সকাল সাড়ে ৮টায় জাতীয় সংগীত পরিবেশনা, জাতীয় পতাকা ও দুদক পতাকা উত্তোলনের মাধ্যমে দিবসের কর্মসূচি শুরু হবে। সকাল ৯টায় জেলা শিল্পকলা একাডেমীর সামনে মানববন্ধন অনুষ্ঠিত হয়।

ধানের শীষে ভোট দিলে দেশের মানুষ প্রকৃত মালিকানা ফিরে পাবে

চুয়াডাঙ্গা-২ আসনের বিএনপির মনোনীত প্রার্থী জেলা বিএনপির সভাপতি, বিজিএমইএ সভাপতি ও কেন্দ্রীয় বিএনপির উপ-কোষাধ্যক্ষ মাহমুদ হাসান খান বাবু দামুড়হুদা সদর ইউনিয়নের দেউলী, চিৎলা, বদনপুর, মুক্তারপুর ও হাতভাঙ্গায় পথসভা করেছেন। গতকাল শুক্রবার বিকাল তিনটা থেকে রাত ৮টা পর্যন্ত বিভিন্ন স্থানে এই পথসভা অনুষ্ঠিত হয়।

পথসভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে মাহমুদ হাসান খান বাবু বলেন, আসন্ন জাতীয় নির্বাচনকে সামনে রেখে তিনি দলীয় অবস্থান, গণতান্ত্রিক অধিকার এবং এলাকার উন্নয়নমূলক প্রতিশ্রুতি নিয়ে কথা বলেন। তিনি আরও বলেন, “হাজার মাইল দূর থেকে যদি বিএনপির মতো এতবড় একটি দলকে জুলুম ও নির্যাতনের পরও ঐক্যবদ্ধ রাখা যায়, একই ছাতার নিচে রাখা যায়, তবে আমরা যদি তারেক রহমানকে ভোটের মাধ্যমে আগামী দিনের প্রধানমন্ত্রী করতে পারি, তাহলে দেশের মানুষ তাদের রাষ্ট্র মালিকানা, গণতান্ত্রিক অধিকার, ভোটের অধিকার সবকিছু ফিরে পাবে। দেশের জনগণই দেশের প্রকৃত মালিক এবং সেই মালিকানা ফিরে পাবে।”

তিনি আরও বলেন, পাঁচ বছর পরপর নিরপেক্ষ তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে জনগণ নিজের ভোটের মাধ্যমে গণতান্ত্রিক অধিকার নিশ্চিত করতে পারবে। সর্বশেষ তিনি আগামী ২৬ সালের ফেব্রুয়ারিতে জাতীয় নির্বাচনে ধানের শীষ প্রতীকে ভোট দেওয়ার আহবান জানান।

এসময় উপস্থিত ছিলেন জেলা বিএনপির সাংগঠনিক সম্পাদক খালিদ মাহমুদ মিল্টন, দামুড়হুদা উপজেলা বিএনপির সভাপতি মনিরুজ্জামান মনির, সাধারণ সম্পাদক রফিকুল হাসান তনু, সিনিয়র সহসভাপতি আব্দুল ওয়াহেদ, যুগ্ম সম্পাদক মন্টু মিয়া, সাংগঠনিক সম্পাদক প্রফেসর আবুল হাসেম, উপজেলা মহিলা সভানেত্রী সালমা জাহান পারুল, সদর ইউনিয়ন বিএনপির সাধারণ সম্পাদক কুতুবউদ্দিন, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক আনসার আলী, উপজেলা যুবদলের আহবায়ক মাহবুবুর রহমান বাচ্চু, সদস্য সচিব মাহফুজুর রহমান মিল্টন, যুগ্ম আহবায়ক আরিফুল

ইসলাম আরিফ, সোহেল রানা, উপজেলা স্বেচ্ছাসেবক দলের সদস্য সচিব জাকির হোসেন, জেলা ছাত্রদলের সভাপতি শাজাহান খান, উপজেলা ছাত্রদলের আহ্বায়ক আফজালুল রহমান সবুজসহ বিএনপি ও অঙ্গসংগঠনের অন্যান্য নেতৃবৃন্দ।

দেশের মানুষের জীবনমান উন্নয়নে কাজ করবে বিএনপি

ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে মেহেরপুর-২ আসনে বিএনপি মনোনীত প্রার্থী আমজাদ হোসেন গতকাল রোববার বিকাল থেকে কাজিপুর ইউনিয়নের বেতবাড়িয়া এলাকায় গণসংযোগে অংশ নেন। এ সময় তিনি বাড়ি বাড়ি গিয়ে ভোটারদের সঙ্গে কুশল বিনিময় করেন, তারেক রহমান ঘোষিত ৩১ দফা কর্মসূচির লিফলেট বিতরণ করেন এবং ধানের শীষ প্রতীকে ভোট চান।

গণসংযোগকালে সাবেক এমপি আমজাদ হোসেন বলেন, বিএনপি রাষ্ট্রক্ষমতায় এলে মেহেরপুর-২ (গাংনী) আসনের সার্বিক উন্নয়নকে অগ্রাধিকার দেওয়া হবে। তিনি নির্বাচনি এলাকায় প্রয়োজনীয় সব ধরনের উন্নয়ন কার্যক্রম বাস্তবায়নের অঙ্গীকার ব্যক্ত করেন। নারী ভোটারদের উদ্দেশ্যে তিনি বলেন, বিএনপি ক্ষমতায় গেলে প্রতিটি পরিবারে ফ্যামিলি কার্ড দেওয়া হবে।

তিনি আরও বলেন, বিএনপি ঘোষিত ৩১ দফা বাস্তবায়নের মাধ্যমে দেশের মানুষের জীবনমান উন্নয়নে কাজ করবে। বিগত সময়ে আপনারা দুঃসময়ে বিপুল ভোট দিয়ে আমাকে সংসদ সদস্য বানিয়েছিলেন। ধানের শীষকে ভালোবেসে যেভাবে ভোট দিয়েছেন, এবারও আমাকে তেমনই ভালোবেসে ভোট দিয়ে নির্বাচিত করবেন।

আমজাদ হোসেন বলেন, তারেক রহমান আমার মাধ্যমে আপনাদের হাতে ধানের শীষ তুলে দিয়েছেন। ভোটের দিনে ধানের শীষে ভোট দিয়ে বিএনপিকে জয়যুক্ত করতে হবে। তাই তারেক রহমানকে ভালোবেসে আগামী নির্বাচনে ধানের শীষে ভোট দিন।

তিনি আরও বলেন, গত ১৭ বছরে আপনাদের ওপর মামলা-মোকদ্দমা, জেল-জরিমানা ও হুলিয়া দেওয়া হয়েছে। ভবিষ্যতে এসব আর হবে না। তারেক রহমান ও খালেদা জিয়া বলেছেন, কারও ওপর প্রতিশোধ নেওয়া যাবে না।

গণসংযোগে উপস্থিত ছিলেন গাংনী উপজেলা বিএনপির সাবেক সাধারণ সম্পাদক ও সাহারবাটি ইউনিয়ন পরিষদের সাবেক চেয়ারম্যান আসাদুজ্জামান বাবলু, জেলা কৃষকদলের সভাপতি মাহবুবুর রহমান, কাজিপুর ইউনিয়ন বিএনপির সাবেক সাধারণ সম্পাদক মতিয়ার রহমান মোল্লা, গাংনী উপজেলা যুবদলের সাবেক সভাপতি সাজেদুল ইসলাম বুলবুল, কাজিপুর ইউনিয়ন বিএনপির সভাপতি কামাল হোসেন বিএসসি, জেলা স্বেচ্ছাসেবক দলের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক ইকবাল হোসেন, মেহেরপুর জেলা ছাত্রদলের সাবেক সভাপতি নাজমুল হোসেন, গাংনী পৌর জাসাসের সাধারণ সম্পাদক সুলেরী আলভী, বিএনপি নেতা খাইরুজ্জামান কালাম, কাজিপুর ইউনিয়ন যুবদলের সাধারণ সম্পাদক বকুল হোসেন, যুবদল নেতা মাহফুজ বিশ্বাস রহিদুল, স্থানীয় বিএনপি নেতা গোলাম মর্তুজা, আব্দুল মতিন, শাহিন বিশ্বাস, ওয়ার্ড কৃষকদল নেতা মশিউর রহমানসহ বিএনপি ও অঙ্গসংগঠনের বিভিন্ন পর্যায়ের নেতাকর্মীরা।

পরে বেতবাড়িয়া বাজারে আয়োজিত পথসভায় প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখেন আমজাদ হোসেন। পথসভায় এলাকার শত শত নারী-পুরুষ অংশ নেন।

দেশে পানীয় জলের ঘাটতি ও ক্রমবর্ধমান বৈষম্য

বর্তমান বিশ্বের একটি জটিল ও উদ্বেগজনক বাস্তবতা পানি সংকট। যদিও পৃথিবীর একটি বড় অংশ জলমণ্ডিত,তবু ব্যবহারের জন্য উপযোগী পানযোগ্য পানির পরিমাণ সীমিত। জনসংখ্যা বৃদ্ধি, অপরিকল্পিত নগরায়ণ, জলবায়ু পরিবর্তন এবং দূষণের কারণে এই সংকট আরও ঘনীভূত হচ্ছে। শহর ও গ্রামের মধ্যে পানীয় জলের বৈষম্য বাড়ছে। ওয়াটার এইড-এর এক প্রতিবেদনে দেখা গেছে, শহর ও গ্রামের মধ্যে বৈষম্য আরও বেড়েছে, যা একটি বড় চ্যালেঞ্জ।
জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে বাংলাদেশের উপকূলীয় অঞ্চলে লবণাক্ততা বৃদ্ধি পাওয়ায় মিষ্টি পানির অভাব দেখা দিয়েছে। বঙ্গোপসাগরের খুব কাছে হওয়ায় ভূগর্ভস্থ পানিতে আর্সেনিকের পরিমাণও অনেক বেশি।

বিশেষজ্ঞরা বলছে ভবিষ্যতে পানীয় জলের সন্ধানের লড়াই আরও তীব্র হবে। উত্তর বাংলাদেশের খরা-প্রবণ বরেন্দ্রভূমি এলাকায়, মানুষকে নিরাপদ পানীয় জল পেতে ৩৫০ মিটারের বেশি খনন করতে হবে। পরিস্থিতি আরও খারাপ হতে পারে, কারণ এই এলাকায় অস্বাভাবিকভাবে কম বৃষ্টিপাতের অর্থ হল ভূগর্ভস্থ জলাধারগুলি পুনরায় পূরণ হচ্ছে না। এমনকি ঢাকায়ও মানুষ পানির সরবরাহ কমে যেতে পারে। ঢাকার ভূগর্ভস্থ জলরাশিগুলি রিচার্জ হয় যা আশেপাশের জেলাগুলিতে ভূগর্ভস্থ জলে সঞ্চারিত হয়। তবে সেই জেলাগুলিতে ভূগর্ভস্থ মিঠা জলের স্তরও নেমে গেছে, যার ফলে সমুদ্রের জল জলাশয়ে প্রবেশ করতে শুরু করেছে। এভাবে চলতে থাকলে ঢাকার পানীয় জল ক্রমশই পানের অযোগ্য হয়ে উঠতে পারে বলে মনে করছেন বিশেষজ্ঞরা। খারাপ পানির গুণমান কৃষিকে প্রভাবিত করবে। বাংলাদেশ ধান, পাট, গম, চা, ডাল, তৈলবীজ, শাকসবজি এবং ফল চাষের জন্য উৎসর্গীকৃত জমির ৭০ শতাংশ সহ কৃষির উপর ব্যাপকভাবে নির্ভর করে। দূষিত নলকূপগুলি সেচের জন্য ব্যবহৃত বেশিরভাগ পানি সরবরাহ করে। ফলস্বরূপ, উচ্চ মাত্রার আর্সেনিক অনেক ফসলের উদ্ভিদ, বিশেষ করে ধান এবং মূল শাকসবজি দ্বারা শোষিত হয়। এটি মারাত্মক হতে পারে।
বাংলাদেশে পানীয় জলের ঘাটতি ও বৈষম্য জলবায়ু পরিবর্তন, অপরিকল্পিত নগরায়ণ, দূষণ এবং জনসংখ্যা বৃদ্ধির কারণে বাড়ছে, যেখানে ২০৫০ সালের মধ্যে প্রায় ২৫ শতাংশ মানুষ পানি সংকটে পড়বে বলে ধারণা করা হচ্ছে। এই সংকটের কারণে শহর ও গ্রামের মধ্যে বৈষম্য বাড়ছে, এবং প্রান্তিক জনগোষ্ঠী এর শিকার হচ্ছে। এর সমাধান হিসেবে জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবিলায় দ্রুত পদক্ষেপ, পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন, এবং সবার জন্য পানির অধিকার নিশ্চিত করা প্রয়োজন।
পানির মান উন্নত করার জন্য জরুরি পদক্ষেপ গ্রহণের মাধ্যমে বাংলাদেশ দারিদ্র্য হ্রাস করতে পারে এবং দ্রুত প্রবৃদ্ধি ত্বরান্বিত করতে পারে, বিশ্বব্যাংকের একটি নতুন প্রতিবেদনে বলা হয়েছে। পানি অ্যাক্সেসের উন্নতিতে দেশের উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি সত্ত্বেও, সমস্ত উন্নত পানির উৎসগুলোর ৪১ শতাংশ ই. কোলাই ব্যাকটেরিয়া দ্বারা দূষিত, যা মল দূষণের উচ্চ প্রকোপ নির্দেশ করে ৷ ‘প্রমিসিং প্রোগ্রেস: এ ডায়াগনস্টিক অফ ওয়াটার সাপ্লাই, স্যানিটেশন, হাইজিন এবং পোভার্টি’ প্রতিবেদনে দেখা গেছে যে পানীয় পানির দুর্বল গুণমান ধনী-দরিদ্র এবং গ্রামীণ ও শহুরে জনগণকে সমানভাবে প্রভাবিত করে। তবে, জনসংখ্যার সবচেয়ে দরিদ্রতম কুইন্টাইল পানি সম্পর্কিত গ্যাস্ট্রো-ইনটেস্টাইনাল রোগে তিনগুণ বেশি ভোগে। আজ, বাংলাদেশের জনসংখ্যার ৯৮ শতাংশ প্রযুক্তিগতভাবে উন্নত পানির উৎস থেকে পানির অ্যাক্সেস রয়েছে। তবে পানির মান খারাপ। সারা দেশে নমুনা নেওয়া জলের কলের ৮০ শতাংশই. কোলাই ব্যাকটেরিয়া উপস্থিত ছিল, যা পুকুর থেকে উদ্ধার করা জলের সমান। ব্র্যাক ইনস্টিটিউট অব গভর্নেন্স অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট (বিআইজিডি)

২০১৯ সালে ‘ওয়াটার গভর্নেন্স ইন ঢাকা’ শীর্ষক এক গবেষণা প্রতিবেদন প্রকাশ করে। সেখানে দেখা যায়, ঢাকায় মাথাপিছু পানির ব্যবহার ৩৬০ লিটার। এর মধ্যে বাড্ডা, কুড়িল ও জোয়ার সাহারা এলাকার মানুষের পানির গড় ব্যবহার ২১৫ লিটার। আর গুলশান ও বনানী এলাকায় মাথাপিছু পানির ব্যবহার ৫০৯ লিটার। ঢাকায় নিম্ন আয় এবং উচ্চ আয়ের মানুষের পানির মূল্য একই, প্রতি হাজার লিটারে ১৫ টাকা ১৮ পয়সা।আয়ের নিরিখে সমতাভিত্তিক মূল্য নির্ধারণের কথা ঢাকা ওয়াসা অনেক দিন ধরেই বলে যাচ্ছে। কিন্তু এটি এখনো কথাবার্তার পর্যায়েই রয়ে গেছে। দেশের প্রায় ১৩ শতাংশ জলের উত্সে আর্সেনিকের মাত্রা বাংলাদেশের প্রান্তিকের উপরে রয়েছে। চট্টগ্রাম ও সিলেট বিভাগ আর্সেনিক দূষণে সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়। জলবায়ু পরিবর্তন প্রাকৃতিক দুর্যোগের তীব্রতা এবং ফ্রিকোয়েন্সি বৃদ্ধি করছে যা পানি ও স্যানিটেশন পরিষেবা ব্যাহত করছে। দুর্যোগের সময়, দেশের উচ্চ-ঝুঁকিপূর্ণ এলাকার প্রায় এক-তৃতীয়াংশ পরিবার দূষিত, অপরিবর্তিত জলের উত্সগুলিতে চলে যায়। উপকূলীয় এলাকাগুলো ক্রমবর্ধমান লবণাক্ততা দরিদ্রদের বেশি ক্ষতিগ্রস্ত করছে। বাংলাদেশ এখনও বিশ্বের সবচেয়ে বেশি মানুষের আর্সেনিক দূষণের সংস্পর্শে আসা দেশ। বাংলাদেশের ১.৮ মিলিয়নেরও বেশি লোকের উন্নত পানির উত্সের অ্যাক্সেসের অভাব রয়েছে। ইউএন ওয়ার্ল্ড ওয়াটার ডেভেলপমেন্ট রিপোর্ট ২০২২ অনুসারে, সবচেয়ে বেশি আনুমানিক বার্ষিক ভূগর্ভস্থ জল উত্তোলনকারী দেশগুলির মধ্যে বাংলাদেশ বিশ্বের ষষ্ঠ স্থান। বাংলাদেশ ওয়াটার পার্টনারশিপ এবং ২০৩০ ওয়াটার রিসোর্স গ্রুপ দ্বারা সমর্থিত একটি সমীক্ষা অনুসারে বর্তমান হারের তুলনায় শতকরা হার দ্রুত। ভূগর্ভস্থ একটি ভেদযোগ্য শিলা স্তরে বিশুদ্ধ পানির বিস্তীর্ণ ভাণ্ডার রয়েছে এবং সাধারণত ভূ-পৃষ্ঠের পানির মাধ্যমে তা রিচার্জ হয়। যেসব ক্ষেত্রে অ্যাকুইফার থেকে জল তোলার হার রিচার্জের হারকে ছাড়িয়ে যায়, সেক্ষেত্রে পরিচালিত অ্যাকুইফার রিচার্জ অন্যান্য উৎস থেকে জল প্রবেশ করাতে পারে যা সাধারণত ভেদযোগ্য শিলা পর্যন্ত পৌঁছায় না।
সাতক্ষীরা, খুলনা, বাগেরহাট, বরগুনা, ঝালকাঠি, পটুয়াখালী, পিরোজপুরসহ উপকূলীয় অঞ্চল এবং সুনামগঞ্জ, হবিগঞ্জ, নেত্রকোনা, কিশোরগঞ্জসহ হাওর অঞ্চলের গ্রামীণ নারী ও কিশোরীদের প্রতিদিনের একটি বড় সময় কাটে দূর-দূরান্ত থেকে পানীয় জল সংগ্রহে। এই দীর্ঘ পথ পাড়ি দিতে গিয়ে তারা অনেক সময় যৌন হয়রানি ও নিরাপত্তা ঝুঁকির সম্মুখীন হন। জাতিসংঘের ওয়ার্ল্ড ওয়াটার ডেভেলপমেন্ট রিপোর্টে বলা হয়েছে, বিশ্বে এখনো ২.২ বিলিয়ন মানুষ নিরাপদ পানীয় জলের অভাবে ভুগছে এবং ৩.৫ বিলিয়ন মানুষ পর্যাপ্ত স্যানিটেশন সুবিধা থেকে বঞ্চিত।
উত্তর আফগানিস্তানে কুশ তেপা খাল নির্মাণ প্রকল্পের কথা বিবেচনা করলে দেখা যাবে এটি মূলত সেচ ব্যবস্থার উন্নয়ন ও সৌরবিদ্যুৎ

উৎপাদনের উদ্দেশ্যে গঠিত। তবে এই প্রকল্পটি আমু দরিয়া নদীর প্রায় ২০ শতাংশ পানি সরিয়ে নেবে, যার ফলে উজবেকিস্তানের কিছু অঞ্চলের চাষাবাদ মারাত্মকভাবে ব্যাহত এবং পানির ঘাটতি আরও তীব্র হবে। এতে দুই দেশের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্কে টানাপড়েন সৃষ্টি হয়েছে। একইভাবে, বাংলাদেশও বহু বছর ধরে প্রতিবেশী দেশ ভারতের কাছ থেকে ন্যায্য পানির হিস্যা আদায়ে জোর দাবি জানিয়ে যাচ্ছে। যৌথ নদী কমিশনের (জেআরসি) চুক্তি অনুসারে, বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যে ন্যায্য পানিবণ্টন নিয়মিত পর্যবেক্ষণ ও যাচাই করা জরুরি। ভারত-পাকিস্তানের মধ্যে পেহেলগাম ইস্যু ঘিরে যে যুদ্ধাবস্থা ও উত্তেজনা তৈরি হয়, সেখানেও ভারত সিন্ধু নদের পানি বন্ধ করে দেওয়ার হুমকি দেয়। এভাবে আমরা দেখতে পাই, কখনো কৃত্রিম খাদ্য সংকট সৃষ্টির মাধ্যমে গাজার হাজারো মানুষকে দুর্ভিক্ষের দিকে ঠেলে দেওয়া হচ্ছে, আবার কখনো আন্তঃদেশীয় নদীর পানির প্রবাহকে বাধাগ্রস্ত করে প্রতিবেশী দেশকে হুমকি দেওয়া হচ্ছে। দুঃখজনক হলেও সত্যি যে, পানি বা খাদ্য উভয়ই আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে অস্ত্র হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে।
জাতিসংঘ সতর্ক করে দিয়েছে যে ‘বিশ্বে শান্তি ও স্থিতিশীলতা প্রতিষ্ঠার জন্য নিরাপদ ও বিশুদ্ধ পানীয় জল নিশ্চিত করা অপরিহার্য।’ বিভিন্ন গবেষণায় স্পষ্টভাবে উঠে এসেছে, আমরা দ্রুত এক বৈশ্বিক পানি সংকটের দিকে এগিয়ে যাচ্ছি। গত জুন মাসে ‘মার্সি কর্পস’ নামের একটি আন্তর্জাতিক বেসরকারি সংস্থা বলেছে আফগানিস্তানের কাবুল বিশ্বের প্রথম আধুনিক শহর হতে পারে, যেখানে নিকট ভবিষ্যতে পানি শেষ হয়ে যাবে। এছাড়াও প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, প্রাকৃতিক রিচার্জের হারের চেয়েও বেশি পানি উত্তোলন এবং সীমিত পরিমাণে পানি দূষণের সমস্যা দেখা দেওয়ায় শহরটি এক চরম বিপর্যয়ের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। এই সংকটে আমরা কোথায়?: শিল্পায়ন, বৃষ্টির পানি সংগ্রহ ও সংরক্ষণের অভাব, অকার্যকর মজুদ ব্যবস্থাপনা, পানির অসম বণ্টন, তাপমাত্রা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ভূগর্ভস্থ পানির অতিরিক্ত ব্যবহার এ সবই বাংলাদেশের পানি সংকটকে দিন দিন তীব্রতর করে তুলছে। শুষ্ক মৌসুমে বিশেষ করে বোরো ধান উৎপাদনের জন্য বিপুল পরিমাণ পানির প্রয়োজন, যার প্রধান উৎসই ভূগর্ভস্থ পানি। বাংলাদেশে বার্ষিক মোট বৃষ্টিপাতের ৭০-৮০ শতাংশ হয় জুন থেকে অক্টোবরের মধ্যে। এই বৃষ্টির পানি প্রাকৃতিকভাবে লবণাক্ততা ও আর্সেনিকমুক্ত এবং এতে ক্ষতিকর খনিজের মাত্রাও কম, ফলে এটি মানুষের ব্যবহারের জন্য অনেক বেশি নিরাপদ। বিশাল পরিমাণ বৃষ্টির জল যথাযথভাবে সংগ্রহ ও সংরক্ষণ করতে পারলে ভূগর্ভস্থ পানির ওপর নির্ভরতা অনেকটাই কমানো সম্ভব। ফলে বিদ্যুৎ সাশ্রয় হবে এবং জাতীয় গ্রিডের ওপর চাপ হ্রাস পাবে। তাই রেইন ওয়াটার হার্ভেস্টিং ব্যবস্থাকে আরও জনপ্রিয় করে তোলার জন্য এর প্রসার ও সচেতনতা জরুরি।
ঢাকা শহরের মতো শহুরে এলাকায়, যেখানে ক্রমবর্ধমান চাহিদার ফলে

ভূগর্ভস্থ পানি দ্রুত হ্রাস পাচ্ছে, সেখানে বৃষ্টির পানি সংগ্রহ একটি বাস্তবসম্মত ও অর্থনৈতিক সমাধান হিসেবে বিবেচিত হতে পারে। টেকসই ভবিষ্যতের জন্য সরকার পাবলিক-প্রাইভেট পার্টনারশিপ (PPP) এর মাধ্যমে বৃষ্টির পানি সংগ্রহে দীর্ঘমেয়াদি উদ্যোগ নিতে পারে। এর সফল বাস্তবায়নের জন্য রাজনৈতিক ইচ্ছাশক্তি এবং সামাজিক সহযোগিতা জরুরি। রেইন ওয়াটার হার্ভেস্টিংয়ে বেসরকারি বিনিয়োগ আকৃষ্ট করতে দৃঢ় নীতি গ্রহণের মাধ্যমে বাংলাদেশের উজান পরিবেশের অবক্ষয় রোধে গুরুত্ব দিতে হবে। সরকার ও উন্নয়ন সহযোগী প্রতিষ্ঠানগুলো ওয়াটার হার্ভেস্টিং সরঞ্জাম ও প্রযুক্তিতে ভর্তুকি প্রদান করে সাধারণ মানুষের উৎসাহ বাড়াতে পারে। বিশেষজ্ঞদের মতে- যদি তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ ঘটে, তা হবে পানির ন্যায্য বণ্টন নিয়ে বিরোধের কারণে। তাই একটি স্থিতিশীল বৈশ্বিক ব্যবস্থা গড়ে তোলার জন্য, মানবাধিকার রক্ষা ও টেকসই উন্নয়ন নিশ্চিত করতে, দারিদ্র্য বিমোচন এবং ধনী-গরিবের মধ্যে বৈষম্য কমাতে, পানির সুষ্ঠু ও ন্যায্য বণ্টন অপরিহার্য।
লেখক: সাংবাদিক

দেশ পরিচালনার সুযোগ পেলে ব্যবসা বান্ধব পরিবেশ সৃষ্টি করা হবে

ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী মনোনিত চূয়াডাঙ্গা-২ আসনের এমপি নমিনী জেলা আমীর এডভোকেট রুহুল আমিন বলেছেন, জামায়াতে ইসলামী দেশ পরিচালনার সুযোগ পেলে ব্যবসা বান্ধব পরিবেশ সৃষ্টি করা হবে। কোনো ব্যবাসায়ীকে আর চাঁদা দিতে হবে না। বাধাহীন ভাবে ব্যবসা-বাণিজ্য পরিচালনার জন্য যা যা করার দরকার তাই করা হবে।

গতকাল শনিবার দুপুর ১২ টার সময় জীবননগর জামায়াত অফিসে আই.বি.ডব্লিউ.এফ এর আয়োজনে উপজেলা সভাপতি শফিকুল ইসলামের সভাপতিত্বে মতবিনিময় সভায় প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন, বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী মনোনিত চূয়াডাঙ্গা-২ আসনের এমপি নমিনী জেলা আমীর এডভোকেট রুহুল আমিন।

জীবননগর উপজেলার ব্যবসায়ীদের সাথে মতবিনিময় সভা কালে তিনি বলেন, ব্যবসায়ীদের সকল প্রতিবন্ধকতা দুর করা হবে। তিনি আরো বলেন, দাড়িপাল্লায় ভোট দিলে জিতে যাবে জনগণ। জামায়াতে ইসলামী সাধারণ প্রান্তিক জনগোষ্ঠির চাওয়া পাওয়া কে মাথায় নিয়ে দেশ পরিচালনা কররে। দাড়িপাল্লা সাধারণ মানুষের প্রিয় প্রতীক। তিনি বলেন, যারা আপনাদের বন্ধু হবেনা তাদেরকে প্রত্যাখ্যান করুন। আমরা আপনাদের উত্তম বন্ধু হতে চাই। জামায়াতে ইসলামী সরকার গঠন করলে এ দেশে উন্নতি আর দূর্নীতি একসাথে চলবে না। সব রকম দূর্নীতিকে জাদুঘরে পাঠানো হবে। জামায়াত মানুষের হক তার দোর গোড়ায় পৌছে দিতে চাই। আমরা শাসক নই বরং জনগণের সেবক হতে চাই। জীবননগর হাসপাতালকে আধুনিকায়ন করে স্বাস্থ্য সেবার মান আরো উন্নত করা হবে।

গণসংযোগকালে উপস্থিত ছিলেন, চুয়াডাঙ্গা জেলার নায়েবে আমীর মাওলানা আজিজুর রহমান, জেলা সহকারি সেকেটারি আই.বি ডব্লিউ এফ এর জেলা সভাপতি আব্দুল কাদের, জেলা সেক্রেটারি আবু উবাইদা, জেলা প্রশিক্ষণ সম্পাদক জিয়াউল হক, জীবননগর উপজলো আমীর মাওলানা সাজেদুর রহমান, নায়েবে আমীর সাখাওয়াত হোসেন, হাফেজ বিল্লাল হোসেন, জীবননগর উপজলোর সেক্রেটারি মাহফুজুর রহমান, সহকারী সেক্রেটারি মাওলানা আবু বকর, উপজেলা যুব বিভাগের সভাপতি মাজেদুর রহমান লিটন, ব্যবসায়ী নেতা মোতাহারুল ইসলাম, আড়িয়ার খান, আশাদুল ইসলাম, মাওলানা জসিম উদ্দীন, আতিয়ার রহমান, যুবনেতা মাহিদুল ইসলাম, আব্দুল মোতালেব,আশিকুর রহমান প্রতিক, সোহেল তানভীর, সায়মুম শাহরিয়ার ও নাজমুল মৃধা প্রমুখ।

ভারত থেকে যেভাবে দেশে ঢুকছে জাল নোট

দেশের অর্থনীতির মেরুদণ্ড ভেঙে দিতে দুই লাখ কোটি টাকার সমপরিমাণ জাল নোট দেশে ছড়িয়ে দেওয়ার চেষ্টা করছে পতিত আওয়ামী লীগ ও তাদের দোসররা।

তাদের এই অপকর্মে মদদ দিচ্ছে পার্শ্ববর্তী দেশের একটি বিশেষ

গোয়েন্দা সংস্থা। বিশেষভাবে দেশটির নিজস্ব মুদ্রা ছাপানোর ব্যবস্থায় নকল মুদ্রা তৈরি করে দিচ্ছে তারা।

এছাড়া বাংলাদেশের টাঁকশালে ব্যবহৃত মেশিন ও যন্ত্রাংশ ওই দেশেই তৈরি। সেই মেশিনও এ কাজে ব্যবহৃত হতে পারে বলে ধারণা করছেন সংশ্লিষ্টরা। বিশেষ করে জাল মুদ্রায় ব্যবহৃত কাগজ এবং বাংলাদেশের নোটের কাগজ একই হওয়ায় সন্দেহ আরও বেড়েছে।

সংশ্লিষ্ট সূত্র জানিয়েছে, বাংলাদেশের টাঁকশালে ছাপা নোটের আদলে নিখুঁতভাবে তৈরি কাগজের জাল মুদ্রাগুলো পার্শ্ববর্তী দেশে তৈরির পর গোয়েন্দারা চোরাপথে বাংলাদেশে পাঠিয়ে দিচ্ছে। এরপর বিভিন্ন হাত ঘুরে এগুলো চলে যাচ্ছে খুচরা বিক্রেতাদের কাছে। জাল নোট তৈরি এবং দেশে পাঠানো চক্রে গোয়েন্দাদের সঙ্গে ভারতে পলাতক আওয়ামী লীগের কিছু নেতা সরাসরি জড়িত।

দুপক্ষের সমন্বয়ে গড়ে ওঠা চক্রটি নতুন একটি চেইন তৈরি করেছে। সেখানে ডিলার থেকে শুরু করে খুচরা বিক্রেতা পর্যন্ত সবাই তাদের আদর্শের লোক।

জানা গেছে, বিশাল অঙ্কের জাল নোট তৈরিতে সন্দেহভাজনদের মধ্যে আছেন টাঁকশালে টাকা তৈরির সাবেক ডিজাইনারসহ আওয়ামী কারিগররা। এরা গোয়েন্দাদের তত্ত্বাবধানে লম্বা সময় নিয়ে জাল টাকা ছাপিয়েছে। এ ধরনের নোট নিজস্ব গোপন নেটওয়ার্কের মাধ্যমে বাংলাদেশে ঢুকিয়ে দেওয়া হচ্ছে।

বুধবার কাতারভিত্তিক একটি সংবাদমাধ্যমের অনুসন্ধানী সাংবাদিক জুলকারনাইন সায়ের খান তার ফেসবুক আইডিতে এ সংক্রান্ত একটি পোস্ট দেন। এটি ভাইরাল হওয়ার পর বাংলাদেশের আইনশৃঙ্খলা বাহিনী নড়েচড়ে বসে। তারা এই অপতৎপরতা রুখতে সর্বাত্মক চেষ্টা অব্যাহত রেখেছেন বলে যুগান্তরকে জানান।

এ প্রসঙ্গে জানতে চাইলে বাংলাদেশ ব্যাংকের নির্বাহী পরিচালক ও মুখপাত্র আরিফ হোসেন খান বুধবার বিকালে যুগান্তরকে জানান, প্রায় ২ লাখ কোটি টাকার জাল নোট দেশে অনুপ্রবেশের অভিযোগ সত্য হলে এটি অত্যন্ত উদ্বেগজনক। তবে এখানে বাংলাদেশ ব্যাংকের খুব বেশি কিছু করার নেই। সেজন্য আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীকে আরও তৎপর হতে হবে। আর সাধারণ মানুষকেও অনেক সচেতন হতে হবে। তিনি বলেন, বর্তমানে পুরোনো টাকা বাজারে ছাড়া হচ্ছে না। বাজারে শুধু নতুন টাকা দেওয়া হচ্ছে।

নাম প্রকাশ না করার শর্তে এক কর্মকর্তা জানান, রাষ্ট্রীয়ভাবে কাজটি করে থাকলে এটা ঠেকানো কারও পক্ষে সম্ভব ছিল না। কারণ, বিগত ১৫ বছরে টাঁকশালে নিয়োগ পাওয়া বেশির ভাগ কর্মকর্তা- কর্মচারীই ছিলেন আওয়ামী আদর্শের অনুসারী। অনেক মেশিনারিজও নেওয়া হয়েছে পার্শ্ববর্তী একটি দেশ থেকে। তিনি বলেন, টাকা ডিজাইনের কারিগর, যারা গত এক-দেড় বছরে অবসরে গেছেন; তাদের নজরদারির আওতায় আনা যেতে পারে।

অনুসন্ধানে জানা যায়, জাল নোট চক্রের সদস্যরা ফেসবুক, টেলিগ্রাম, হোয়াটসঅ্যাপের মতো বিভিন্ন সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ব্যবহার করে জাল নোট বেচাকেনার বিজ্ঞাপন দিচ্ছে। চটকদার অফার দিয়ে ক্রেতা আকৃষ্ট করছে সংঘবদ্ধ চক্রটি। বিভিন্ন ‘সিক্রেট গ্রুপ’ তৈরি করে সেখানে ক্রেতাদের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করছে। এমন কিছু বিজ্ঞাপন দেখা গেছে, যেখানে ১ লাখ টাকার জাল নোট মাত্র ১০ থেকে ১৮ হাজার টাকায় বিক্রির অফার দেওয়া হচ্ছে। এমনকি তারা ক্রেতাদের আস্থা অর্জনের জন্য ‘মানি ব্যাক গ্যারান্টি’ বা ‘মানের নিশ্চয়তা’র মতো মিথ্যা প্রতিশ্রুতিও দিচ্ছে। জালিয়াত চক্র তাদের পোস্টে এমন কিছু সাংকেতিক ভাষা ব্যবহার করে, যাতে সাধারণের চোখে তা সহজে ধরা না পড়ে। যেমন, ‘নতুন মডেলের রঙিন প্রিন্ট’, ‘পুজোর বাজারের জন্য স্পেশাল অফার’, ‘ঈদ অফারের মতো দারুণ সুযোগ’, ‘উচ্চমানের রেপ্লিকা’ ইত্যাদি শব্দ ব্যবহার করে জাল টাকাকে বৈধ পণ্য হিসাবে প্রচার করার চেষ্টা চালাচ্ছে।

‘জাল টাকা বানানোর প্রসিকিউটর’ (জাল টাকা বানানো শেখানো হয়) নামে একটি ফেসবুক গ্রুপে জাল নোটের ভিডিও আপলোড করা হয়েছে। ভিডিওর শিরোনাম জাল টাকা নিতে চান। ফোন নাম্বার ০১৩২৬০…। এই নাম্বারে ফোন করা হলে অপর প্রান্ত থেকে জানানো হয়, ১০০, ৫০০ ও ১০০০ টাকার নোট দেওয়া যাবে। এক লাখের দাম ১৮ হাজার টাকা। নিজের নাম জানাতে নারাজ ওই ব্যক্তি বলেন, তিনি টাঙ্গাইলে অবস্থান করছেন। মাঝেমধ্যে গাজীপুরে ভাড়া বাসায় থাকেন। দরদাম করলে তিনি বলেন, তার কাছে সব নিখুঁত, ‘এ’ গ্রেডের নোট রয়েছে। এজন্য দাম একটু বেশি। নিতে হলে আগে কিছু টাকা অগ্রিম পাঠাতে হবে। নগদে কিংবা বিকাশে টাকা পাঠালেই যথাসময়ে কুরিয়ার সার্ভিসের মাধ্যমে পাঠিয়ে দেওয়া হবে চাহিদা অনুযায়ী জাল টাকা।

আরেক জাল টাকার ব্যবসায়ী জানান, নতুন কারও বিশ্বাস অর্জনের জন্য কিছু টাকা অগ্রিম নিয়ে টাকার স্যাম্পলও পাঠানো হয়। গ্রুপের নাম ‘জাল টাকা বিক্রি করি’। এ গ্রুপে-ইমরোজ কালেক্ট নামে একটি আইডি

থেকে জাল টাকা বিক্রির বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়েছে। এতে লেখা হয়েছে, এ গ্রেডের মাল। ওয়াটারপ্রুফ জলছাপ সুতা তৈরি। মেশিন ছাড়া কারও বাপেরও ধরার ক্ষমতা নেই।
সূত্র: যুগান্তর।